আউশ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

সুপারিশকৃত জাত (বোনা আউশ)

ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৮৩।
বোনা আউশে মূল জমিতে বীজ বপনঃ ১১ চৈত্র থেকে ৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল)।
বীজ হারঃ ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে ১০ কেজি/বিঘা এবং সারি করে বপনের ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা।

সুপারিশকৃত জাত (রোপা আউশ)

বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৭।
রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনঃ ২৭ চৈত্র থেকে ১৭ বৈশাখ (১০ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল)।

চারার বয়স- ১৫-২০ দিন।
চারা রোপণ- ১২ বৈশাখ থেকে ৬ জ্যৈষ্ঠ (২৫ এপ্রিল থেকে ২০ মে)।
রোপণ দূরত্ব- ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।
চারার সংখ্যা- প্রতি গোছায় ২-৩ টি করে।

সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা (জিংক সালফেট)	[তবে জমির উর্বরতা ও অঞ্চল ভেদে এর পার্থক্য হতে পারে]
১৮	৭	১৪	৫	০.৫	[ব্রি হাইব্রিড ধান৭ এর ক্ষেত্রে ইউরিয়া ২০-২৫ কেজি লাগবে]

রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে, ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫ টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে (সাধারণত রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর) প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে, বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করলে গাছের বাড় বাড়তি ভাল হয় ও ফলন বৃদ্ধি পায়। ১ম কিস্তি বপনের ১২-১৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন- সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানী যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। রোপা আউশ ধানের ক্ষেত্রে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বেনসালফিউরান মিথাইল+এসিটাক্লোর, মেফেনেসেট+বেনসালফিউরান মিথাইল ইত্যাদি গ্রুপের আগাছানাশক রোপণের ৩ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশের জন্য প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে পেনডামিথাইলিন, অক্সাডায়ারজিল এবং অক্সাডায়াজন গ্রুপের যে কোন আগাছানাশক বপনের ২/৩ দিনের মধ্যে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। রোপা/বোনা আউশ ধানের ক্ষেত্রে পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসাবে বিসপাইরিবেক সোডিয়াম, বেনসালফিউরাল মিথাইল, ডায়াফিমনি, ইথক্সিসালফিউরান এবং ফেনক্সলাম গ্রুপের আগাছানাশক জমিতে আগাছা দেখা যাওয়ার পর প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে আগাছার অবস্থা বুঝে ৩৫-৪০দিন পর একবার হাতে নিড়ানী দিতে হবে। তবে রোপা আউশের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সার উপরি-প্রয়োগের পর ২ বার ব্রি উইডার মেশিন দিয়ে কচলিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সেচ ব্যবস্থাপনা- চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মত চারা রোপণ/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে জমিতে জো-অবস্থা বিরাজমান না থাকলে অংকুরিত বীজ জমিতে কাদা করে লাইনে/ছিটিয়ে বপন করতে হবে।

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা- আউশ মওসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ, টুংরো এবং বাকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়। খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এমিস্টার টপ/টেবুকোনাজল/ফলিকুর ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের জন্য ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ হারে জমিতে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। টুংরো রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। টুংরোর বাহক সবুজ পাতা ফড়িং দমনে বীজ তলায় এবং মূল জমিতে কীটনাশক মিপসিন ব্যবহার করা যেতে পারে। বাকানি প্রবণ এলাকায় বাকানি রোগ দমনে অটিস্টিন বা নোইন নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে ১ কেজি বীজে মিশ্রিত করে শোধন করা যেতে পারে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা- আউশ মওসুমে প্রধান পোকাগুলো হল- মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং এবং ছাতরা পোকা। পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। মাজরা ও বাদামি গাছ ফড়িং পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনে কার্টাপ গ্রুপের কীটনাশক সানটাপ৫০ পাউডার; থ্রিপস, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধি পোকা দমনের জন্য কার্বোসালফান গ্রুপের কীটনাশক মারশাল২০ ইসি এবং ছাতরা পোকা দমনের জন্য আইসোপ্রোকার্ব গ্রুপের মিপসিন৭৫ পাউডার অথবা অন্য যে কোন অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কাটা ও মাড়াই- শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে। তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের জন্য মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। বাদলা দিনে শুকানোর যন্ত্রের ব্যবস্থা না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমত ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নীচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd